كتاب الرهن : বন্ধক রাখা পর্ব

1- عن أبي هريرة (رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا –

وفي رواية أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا له من حديد –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الرهن لغة وشرعا ؟ وما حكمه؟
2- هل يجوز الرمن في الحضر؟ وقد قال الله تعالى "وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرمان مقبوضة"-
3- متى ينعقد الرهن ومتى يصح؟ بين –
4- ما هو الدليل على جواز الرهن؟
5- اذكر أركان الرهن وشرائطه مفصلا –
6- ما هو اسم اليهود المذكور في الحديث؟ وما كان شغله؟
7- لم ارتهن النبي ﷺ من اليهود مع أن الصحابة كانوا موجودين؟
8- كم صاعا من طعام أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود؟ وما الاختلاف فيه؟
9- بين نبذة من سيرة أبي هريرة (رض) –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (১):
عن أبي هريرة (رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا.
মূল হাদিস (২):
وفي رواية أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا له من حديد.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

প্রথম হাদিসটি (আবু হুরায়রা রা.) ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২৫১১) এবং ইমাম তিরমিজি (রহ.) সংকলন করেছেন। এটি বন্ধককৃত পশু ব্যবহার সংক্রান্ত।

দ্বিতীয় হাদিসটি (আয়েশা রা. ও অন্যান্য) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে। এটি অমুসলিমদের সাথে লেনদেনের দলিল।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

সাধারণত বন্ধক রাখা বস্তু ব্যবহার করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি বস্তুটি জীবন্ত প্রাণী হয় (গরু/ঘোড়া), তবে তাকে খাবার দিতে হয়। যে খাবার দেয়, সে কি তার বিনিময়ে সেটি ব্যবহার করতে পারবে? এই জটিল মাসআলার সমাধান প্রথম হাদিসে রয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদিসটি নবীজির জীবনের শেষ সময়ের ঘটনা, যা প্রমাণ করে তিনি উম্মতের জন্য হালাল রিজিক ও লেনদেনের বাস্তব নমুনা রেখে গেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

হাদিস-১ এর অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: "বন্ধককৃত পশুর পিঠে আরোহণ করা যাবে তার খরচের বিনিময়ে এবং দুগ্ধবতী পশুর দুধ পান করা যাবে তার খরচের বিনিময়ে।" (অর্থাৎ যে পশুর খরচ বহন করবে, সে তার সুবিধা ভোগ করতে পারবে)।

হাদিস-২ এর অনুবাদ: অপর বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (সা.) এক ইহুদির কাছ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন এবং নিজের একটি লোহার বর্ম তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

ব্যাখ্যা:

- **খরচের বিনিময়ে ব্যবহার:** হাদিসটি বাহ্যত প্রমাণ করে যে, ঋণদাতা (মুরতাহিন) যদি বন্ধক রাখা পশুর ঘাস-পানি দেয়, তবে সে পিঠে চড়তে পারবে বা দুধ খেতে পারবে।
    - **ইমাম আহমদ (রহ.)** এই হাদিসের ওপর আমল করে বলেন, এটি জায়েজ।

- **হানাফি ও জুমহুর:** তাঁদের মতে, বন্ধককৃত বস্তু ব্যবহার করা ঋণদাতার জন্য সুদের শামিল। তাঁরা এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'ব্যবহার' বলতে মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে অথবা এটি মালিকের (রাহিন) জন্যই খাস। অর্থাৎ মালিক খরচ দেবে এবং মালিকই ব্যবহার করবে। অথবা এটি ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে হতে হবে, ব্যবসার জন্য নয়।

৪. الحاصل (সমাপনী):

ঋণদাতার জন্য বন্ধককৃত বস্তু ব্যবহার করা নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ (সুদ)। তবে জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে খরচ ও উপকারের ভারসাম্য রক্ষা করা শরিয়তের বিশেষ বিধান।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'রহন' (الرهن)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং এর হুকুম কী? (ما معنى الرهن لغة وشرعا ؟ وما حكمه؟)

উত্তর:

ক. অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** ১. আবদ্ধ করা বা আটকে রাখা (আল-হাবস)। ২. স্থির থাকা বা টেকসই হওয়া (আদ-দাওয়াম)। কুরআনে এসেছে: *"প্রতিটি প্রাণী তার কর্মের কাছে আবদ্ধ (রাহিনাহ)।"*
- **পারিভাষিক অর্থ:**

جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَفَاءِ

অর্থ: কোনো মাল বা সম্পদকে ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে এমনভাবে আটকে রাখা, যাতে ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হলে সেই সম্পদ থেকে পাওনা উসুল করা যায়।

খ. হুকুম:

রহন বা বন্ধক রাখা ইসলামি শরিয়তে জায়েজ (বৈধ) এবং এটি লেনদেনের বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য একটি মুস্তাহাব আমল। আল্লাহ বলেন: "ফারিনুম মাকবুদা" (তবে হস্তগত বন্ধক রাখবে)।

---

২. মুকিম অবস্থায় (বাড়িতে থাকা) কি বন্ধক রাখা জায়েজ? কুরআনের আয়াতে তো 'সফরের' কথা বলা হয়েছে? (هل يجوز الرمن في الحضر؟ وقد قال الله تعالى "وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرمان مقبوضة")

উত্তর:

হুকুম:

সফর (ভ্রমণ) এবং মুকিম (বাড়িতে থাকা)—উভয় অবস্থায় বন্ধক রাখা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

আয়াতের জবাব:

কুরআনের আয়াত "{যদি তোমরা সফরে থাকো...}" (বাকারা: ২৮৩)-এর ব্যাখ্যায় উসুলে ফিকহবিদগণ বলেন:

এখানে 'সফর'-এর শর্তটি 'কায়েদ ইহতিরাজি' (নিষেধাজ্ঞামূলক শর্ত) নয়, বরং এটি 'কায়েদ ওয়াকিয়ি' (বাস্তব অবস্থার বর্ণনা)। অর্থাৎ, সাধারণত সফরে মানুষ একে অপরকে চেনে না এবং লেখক পাওয়া যায় না, তাই সেখানে বন্ধকের প্রয়োজন বেশি হয়। এর মানে এই নয় যে বাড়িতে থাকলে বন্ধক রাখা যাবে না।

- **অকাট্য দলিল:** আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় অবস্থানকালে (মুকিম অবস্থায়) ইহুদির কাছে বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। নবীজির এই আমল প্রমাণ করে যে মুকিম অবস্থায়ও বন্ধক রাখা সুন্নাহ।

---

৩. রহন কখন সংঘটিত (মুনআকিদ) হয় এবং কখন সহিহ/লাজিম হয়? (متى ينعقد الرهن ومتى يصح؟ بين)

উত্তর:

ক. ইনইকাদ (সংঘটন):

হানাফি ও জুমহুর মাযহাব মতে, ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ)-এর মাধ্যমেই রহন চুক্তি সংঘটিত (Muna'qid) হয়ে যায়।

- উদাহরণ: মালিক বলল "বন্ধক রাখলাম", গ্রহীতা বলল "রাখলাম"।

খ. সিহহাত ও লুজুম (শুদ্ধ ও কার্যকর হওয়া):

রহন চুক্তিটি পূর্ণাঙ্গ বা কার্যকর (Lazim) হওয়ার জন্য শর্ত হলো 'কবজ' বা হস্তগত করা।

- **হানাফি ও মালিকি মত:** যতক্ষণ ঋণদাতা (মুরতাহিন) বন্ধককৃত বস্তুটি নিজের দখলে (কবজ) না নেবে, ততক্ষণ চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হবে না। মালিক চাইলে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু একবার কবজ করে ফেললে তা লাজিম হয়ে যায়। দলিল: কুরআনের আয়াত *"{ফারিনুম মাকবুদা}"* (হস্তগত বন্ধক)।

---

৪. বন্ধক জায়েজ হওয়ার দলিল কী? (ما هو الدليل على جواز الرهن؟)

উত্তর:

শরিয়তের চারটি মূল দলিল দ্বারাই বন্ধক বৈধ প্রমাণিত:

১. আল-কুরআন: "{যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও, তবে হস্তগত বন্ধক রাখবে।}" (বাকারা: ২৮৩)।

২. আস-সুন্নাহ: রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ইহুদির কাছে বর্ম বন্ধক রাখার ঘটনা (বুখারি ও মুসলিম)।

৩. আল-ইজমা: সাহাবায়ে কেরাম থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বন্ধক জায়েজ হওয়ার ওপর একমত।

4. আল-কিয়াস: ঋণের বিপরীতে জামানত বা গ্যারান্টি রাখা যুক্তির দাবি, যাতে ঋণদাতার টাকা মার না যায়। এটি 'কাফালা' (জামিনদার হওয়া)-এর মতোই যৌক্তিক।

---

৫. রহন-এর রুকন ও শর্তাবলি বিস্তারিত লেখ। (اذكر أركان الرهن وشرائطه مفصلا)

উত্তর:

ক. রুকন (মৌলিক স্তম্ভ):

- **হানাফি মতে:** ১টি - ইজাব ও কবুল।

- **জুমহুর মতে:** ৪টি - ১. রাহিন (বন্ধকদাতা), ২. মুরতাহিন (বন্ধকগ্রহীতা), ৩. মারহুন (বন্ধককৃত বস্তু), ৪. মারহুন বিহি (ঋণ/পাওনা)।

খ. শর্তাবলি (Shurut):

১. যোগ্যতা: উভয় পক্ষকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) ও বয়স্ক (বালেগ/মুমায়্যিজ) হতে হবে।

২. মালের যোগ্যতা: বন্ধককৃত বস্তুটি শরিয়তের দৃষ্টিতে 'মাল' (সম্পদ) হতে হবে এবং বিক্রয়যোগ্য হতে হবে। (মদ বা শূকর বন্ধক রাখা যাবে না)।

৩. হস্তান্তরযোগ্যতা: বস্তুটি হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। (পলাতক পশু বা বাতাসের পাখি বন্ধক রাখা যাবে না)।

৪. ঋণের অস্তিত্ব: ঋণের বিপরীতেই কেবল বন্ধক রাখা যায়। ঋণ ছাড়া বন্ধক হয় না।

৫. মুশায়' না হওয়া (হানাফি শর্ত): হানাফি মতে, যৌথ মালিকানাধীন অবিভাজিত সম্পত্তি (মুশায়') বন্ধক রাখা জায়েজ নয়, কারণ তা কবজ করা যায় না।

---

৬. হাদিসে উল্লিখিত ইহুদি ব্যক্তির নাম কী ছিল? এবং তার পেশা কী ছিল? (ما هو اسم اليهود المذكور في الحديث؟ وما كان شغله؟)

উত্তর:

- **নাম:** হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ (যেমন ইবনে হাজার আসকালানি) উল্লেখ করেছেন যে, ওই ইহুদির নাম ছিল **আবুল শাহম ইবনে ইউসুফ আল-জাফারি** (বনু জাফর গোত্রের)।
- **পেশা:** তিনি ছিলেন একজন বড় **ব্যবসায়ী (তাজির)**। তিনি মদিনায় খাদ্যশস্য (যব/গম)-এর ব্যবসা করতেন।

---

৭. সাহাবিরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নবীজি (সা.) কেন ইহুদির কাছে বন্ধক রাখলেন? (لم ارتهن النبي ﷺ من اليهود مع أن الصحابة كانوا موجودين؟)

উত্তর:

এর পেছনে বেশ কিছু হেকমত বা কারণ রয়েছে:

১. বায়ানুল জাওয়ায (বৈধতা বর্ণনা): উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া যে, অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা করা, ঋণ নেওয়া এবং বন্ধক রাখা শরিয়তে জায়েজ।

২. ইহসানের ভয় (লজ্জা): সাহাবিরা নবীজিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। নবীজি খাবার চাইলে তাঁরা সব উজাড় করে দিতেন, দাম বা বন্ধক নিতেন না। নবীজি (সা.) তাঁদের ওপর বোঝা চাপাতে চাননি এবং 'লজ্জার কারণে দান' (সাইফুল হায়া) নিতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এটি একটি বিশুদ্ধ ব্যবসায়িক লেনদেন হোক।

৩. অভাব: হতে পারে ওই সময় সাহাবিদের কাছেও উদ্বৃত্ত খাবার ছিল না, যা নবীজির প্রয়োজন মেটাতে পারত।

---

৮. রাসুলুল্লাহ (সা.) ওই ইহুদির কাছ থেকে কত 'সা' খাবার কিনেছিলেন? এ নিয়ে মতভেদ কী? (كم صاعا من طعام أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود؟ وما الاختلاف فيه؟)

উত্তর:

- **পরিমাণ:** প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী, নবীজি (সা.) **৩০ সা** (ত্রিশ সা) যব (Barley) ক্রয় করেছিলেন। (১ সা = প্রায় ২.৫ থেকে ৩.৩ কেজি)।
- **মতভেদ:**
  - সহিহ বুখারি ও মুসলিমের কোনো কোনো বর্ণনায় কেবল 'ত্বাআম' (খাবার) বলা হয়েছে, পরিমাণ উল্লেখ নেই।
  - নাসায়ি ও মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে **'৩০ সা যব'**-এর কথা এসেছে। মুহাদ্দিসগণ (যেমন ইবনে হাজার) এই ৩০ সা-এর বর্ণনাটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

---

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (بين نبذة من سيرة أبي هريرة (رض))

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম আবদুর রহমান ইবনে সাখর আদ্-দাউসি। জাহেলি যুগে নাম ছিল আবদুশ শামস। ইসলাম গ্রহণের পর নবীজি নাম রাখেন আবদুর রহমান। তাঁর উপনাম 'আবু হুরায়রা' (বিড়াল ছানার পিতা)। একদিন তিনি জামার আস্তিনে বিড়াল নিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে নবীজি (সা.) তাঁকে আদর করে এই নামে ডাকেন।

ইসলাম গ্রহণ:

তিনি ৭ম হিজরি সনে খায়বার যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন।

মর্যাদা ও ইলম:

তিনি ছিলেন 'আসহাবে সুফফা'র (মসজিদে নববির বারান্দায় বসবাসকারী গরিব সাহাবিদের) অন্যতম। তিনি নবীজির সান্নিধ্যে সর্বদা থাকতেন। নবীজির দোয়ার বরকতে তিনি যা শুনতেন তা ভুলতেন না। তিনি সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫,৩৭৪টি।

ইন্তেকাল:

তিনি ৫৭ হিজরি (মতান্তরে ৫৯) সনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

2- عن ابراهيم في رجل دفع الى رجل رهنا واخذ منه دراهم وقال ان جئتك بحقك الى كذا وكذا والا فالرهن لك بحقك فقال ابراهيم لا يغلق الرهن قال ابو عبيد افجعله جوابا لمسئلته –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- هل يغلق الرهن؟ بين بالدلائل واضحا –
2- ما معنى السلم لغة وشرعاً؟
3- هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الشيء المرهون؟
4- هل يجوز بيع السلم في الحيوان؟ وما الاختلاف فيه؟
5- ان النبي ﷺ كان يستعيذ من المغرم وهو الدين - فكيف اقترض النبي ﷺ ؟
6- ما يجوز للمرتهن وما لا يجوز؟ وكيف يرد الشيء المرهون؟
7- ماذا حكم الرمن اذا هلك من يد المرتهن؟
8- من هو ابراهيم؟ اذكر حياته المباركة مختصرا –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (আছার):

عن ابراهيم في رجل دفع الى رجل رهنا واخذ منه دراهم وقال ان جئتك بحقك الى كذا وكذا والا فالرهن لك بحقك فقال ابراهيم لا يغلق الرهن قال ابو عبيد افجعله جوابا لمسئلته.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

এটি মূলত একটি 'আছার' বা তাবেয়ির ফতোয়া। এটি ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এটি জাহেলি যুগের একটি কুপ্রথা বাতিল করার দলিল।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

জাহেলি যুগে নিয়ম ছিল, যদি কেউ ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখে টাকা দিতে ব্যর্থ হতো, তবে বন্ধক রাখা বস্তুটি চিরতরে ঋণদাতার হয়ে যেত (যদিও বস্তুর দাম ঋণের চেয়ে বেশি হয়)। একে বলা হতো 'গালকুর রহন'

(বন্ধক আটকে যাওয়া)। ইসলাম এসে এই জুলুম বন্ধ করে দেয়। এই আছারে তাবেয়ি ইব্রাহিম নাখয়ি (রহ.) সেই বিধানটিই স্পষ্ট করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: ইব্রাহিম (নাখয়ি) থেকে বর্ণিত, তিনি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন—যে অন্য এক ব্যক্তিকে বন্ধক দিল এবং তার কাছ থেকে কিছু দিরহাম (ঋণ) নিল, আর বলল: "যদি আমি অমুক সময়ের মধ্যে তোমার পাওনা নিয়ে আসি (তবে ভালো), আর যদি না আনি তবে এই বন্ধক তোমার পাওনার বিনিময়ে তোমার হয়ে যাবে।"

এ বিষয়ে ইব্রাহিম বললেন: "লা ইয়াগলিকুর রহন" অর্থাৎ বন্ধক আটকে যাবে না (মালিকানা ঋণদাতার হবে না, বরং মালিকের থাকবে)। আবু উবাইদ বলেন, তিনি এটিকে তার প্রশ্নের উত্তর বানিয়েছেন।

ব্যাখ্যা:

- **লা ইয়াগলিকুর রহন:** এর অর্থ হলো, সময়মতো ঋণ শোধ না করলেও বন্ধককৃত বস্তুর মালিকানা ঋণদাতার কাছে চলে যায় না। বরং বস্তুটি বিক্রি করে পাওনা টাকা উসুল করতে হবে এবং বাকি টাকা মালিককে ফেরত দিতে হবে। জাহেলি যুগের শর্ত (টাকা না দিলে বস্তু তোমার) ইসলামে বাতিল।

৪. الحاصل (সমাপনী):

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বন্ধক রাখা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বা আত্মসাৎ করা হারাম। অতিরিক্ত মূল্য মালিকের হক।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'বন্ধক আটকে যাওয়া' (গালকুর রহন) কি বৈধ? দলিলসহ স্পষ্ট করো। (هل يغلق الرهن؟ بين بالدلائل واضحا)

উত্তর:

হুকুম:

ইসলামি শরিয়তে 'গালকুর রহন' বা বন্ধক আটকে যাওয়া (বাজেয়াপ্ত হওয়া) সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে বন্ধককৃত বস্তুটি ঋণদাতার মালিকানায় চলে যায় না।

দলিল:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

অর্থ: বন্ধক তার মালিকের হাত থেকে আটকে যাবে না (বাজেয়াপ্ত হবে না) যে তা বন্ধক রেখেছে। এর লাভ তার (মালিকের) এবং এর ক্ষতিও তার। (মুয়াত্তা মালিক, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা:

যদি বন্ধক রাখা বস্তুর দাম ঋণের চেয়ে বেশি হয়, তবে ঋণদাতা তার পাওনা পরিমাণ রেখে বাকিটা মালিককে ফেরত দেবে। আর যদি কম হয়, তবে মালিক বাকি টাকা পরিশোধ করবে। "টাকা না দিলে জমি আমার"—এই শর্ত ইসলামে বাতিল (বাতিল)।

---

২. 'সালাম' (السلم)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى السلم لغة وشرعاً؟)

উত্তর:

(যদিও এটি কিতাবুর রহন-এর প্রশ্ন, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে বাই সালাম-এর প্রশ্ন এসেছে)

ক. আভিধানিক অর্থ:

'সালাম' (السلم) এবং 'সালাফ' (السلف) সমার্থক শব্দ। এর অর্থ—অগ্রিম প্রদান করা (To advance)। যেহেতু এতে মূল্য অগ্রিম দেওয়া হয়, তাই একে সালাম বলে।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

بَيْعُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ

অর্থ: নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকিতে (ভবিষ্যতে) পণ্য ক্রয় করা।

বিস্তারিত সংজ্ঞায়: এমন চুক্তি যেখানে ক্রেতা সাথে সাথে পুরো মূল্য পরিশোধ করে দেয়, আর বিক্রেতা নির্দিষ্ট গুণের পণ্য নির্দিষ্ট সময় পর সরবরাহ করার দায়িত্ব নেয়।

---

৩. ঋণদাতা (মুরতাহিন) কি বন্ধককৃত বস্তু থেকে উপকৃত হতে পারে? (هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الشيء المرهون؟)

উত্তর:

হুকুম:

অধিকাংশ ফকিহ (জুমহুর) ও হানাফি মাযহাব মতে, ঋণদাতার জন্য বন্ধককৃত বস্তু ব্যবহার করা (যেমন—জমি চাষ করা, গাড়ি চালানো, বাড়িতে থাকা) নাজায়েজ ও হারাম।

- **কারণ:** বন্ধক রাখা হয়েছে ঋণের নিরাপত্তার জন্য। ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে কোনো সুবিধা ভোগ করা **সুদ**। রাসুল (সা.) বলেছেন: *"যে ঋণ কোনো মুনাফা টানে, তা-ই সুদ।"*
- **ব্যতিক্রম:** যদি বস্তুটি জীবন্ত প্রাণী হয় এবং ঋণদাতা তার খাবার খরচ বহন করে, তবে খরচের বিনিময়ে তার পিঠে চড়া বা দুধ পান

করা জায়েজ (আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিস অনুযায়ী)। তবে হানাফি মতে মালিকের অনুমতি ছাড়া তাও মাকরুহ।

---

৪. জীবজন্তু বা পশুর ক্ষেত্রে কি 'বাই সালাম' (অগ্রিম বেচাকেনা) জায়েজ? মতভেদ কী? (هل يجوز بيع السلم في الحيوان؟ وما الاختلاف فيه؟)

উত্তর:

পশু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে বাই সালাম (যেমন—১০ হাজার টাকা দিয়ে বললাম ১ বছর পর ১টি গরু দেবে) জায়েজ কি না—এ নিয়ে মতভেদ আছে।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

পশুর ক্ষেত্রে বাই সালাম জায়েজ নয়।

- **যুক্তি:** বাই সালাম সহিহ হওয়ার শর্ত হলো পণ্যটি এমন হতে হবে যার বিবরণ (Description) দিলে নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু পশু একেকটি একেক রকম হয়। একই বয়সের দুটি গরুর মাংস ও মান ভিন্ন হতে পারে। তাই এতে 'গারার' বা ঝগড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২. জুমহুর (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি):

পশুর ক্ষেত্রেও বাই সালাম জায়েজ।

- **শর্ত:** যদি পশুর বয়স, প্রকার এবং গুণাগুণ স্পষ্টভাবে লিখে নেওয়া হয়, তবে তা জায়েজ। সাহাবিদের যুগে উট বা ঘোড়ার সালাম প্রচলিত ছিল।

---

৫. নবীজি (সা.) ঋণ (মাগরাম) থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, আবার তিনি ঋণ গ্রহণও করেছেন—এর সমন্বয় কীভাবে হবে? (ان النبي ﷺ كان يستعيذ من المغرم وهو الدين - فكيف اقترض النبي ﷺ ؟)

উত্তর:

রাসুলুল্লাহ (সা.) দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঋণ (মাগরাম) ও পাপ থেকে আশ্রয় চাই।" আবার তিনি ইহুদির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন। এই দুইয়ের সমন্বয় হলো:

১. যে ঋণ থেকে আশ্রয় চেয়েছেন:

- যেই ঋণ পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য নেই বা ইচ্ছা নেই।
- যেই ঋণ অনর্থক বা হারাম কাজে ব্যয় করা হয়।
- যেই ঋণ মানুষকে অপমানিত করে এবং মানুষের হক নষ্টের কারণ হয়।

২. যে ঋণ তিনি গ্রহণ করেছেন:

- যেই ঋণ তিনি পরিবারের প্রয়োজন বা উম্মতের অভাব মোচনের জন্য নিয়েছেন।
- যেই ঋণ পরিশোধ করার পূর্ণ ইচ্ছা এবং ব্যবস্থা ছিল।
- এটি জায়েজ এবং প্রয়োজনে সুন্নাত।

নবীজি (সা.) মূলত **'ঋণের বোঝা'** থেকে মুক্তি চেয়েছেন, ঋণ নেওয়া থেকে নয়।

---

৬. বন্ধকগ্রহীতার (মুরতাহিন) জন্য কী করা জায়েজ আর কী নাজায়েজ? এবং সে বন্ধক কীভাবে ফেরত দেবে? (ما يجوز للمرتهن وما لا يجوز؟ وكيف يرد الشيء المرهون؟)

উত্তর:

ক. যা জায়েজ:

- বন্ধককৃত বস্তুটি নিজের কাছে আমানত হিসেবে নিরাপদে রাখা।
- ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তা আটকে রাখা।

খ. যা নাজায়েজ:

- বন্ধককৃত বস্তু ব্যবহার করা (মালিকের অনুমতি ছাড়া)।
- বস্তুটি বিক্রি করে দেওয়া বা দান করা।
- বস্তুটির ক্ষতি করা।

গ. ফেরত দেওয়ার পদ্ধতি:

যখনই ঋণগ্রহীতা (রাহিন) সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দেবে, তখনই বন্ধকগ্রহীতার ওপর ওয়াজিব হলো বস্তুটি অক্ষত অবস্থায় মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া। এটি আটকে রাখা তখন জুলুম হবে।

---

৭. বন্ধকগ্রহীতার হাতে বন্ধককৃত বস্তু নষ্ট হলে তার হুকুম কী? (ماذا حكم الرمن اذا هلك من يد المرتهن؟)

উত্তর:

যদি বন্ধক রাখা জিনিস (যেমন সোনা বা গরু) ঋণদাতার কাছে থাকা অবস্থায় মারা যায় বা হারিয়ে যায়, তবে হানাফি মাযহাব মতে তার বিধান:

১. মাদমুন (জরিমানাযোগ্য): হানাফি মতে বন্ধককৃত বস্তু আমানত নয়, বরং জিম্মাদারি। তাই এটি নষ্ট হলে ঋণের ওপর প্রভাব পড়বে।

২. হুকুম:

- যদি নষ্ট হওয়া বস্তুর দাম ঋণের **সমান** হয়, তবে সম্পূর্ণ ঋণ মাফ হয়ে যাবে। (সোনাও গেল, ঋণও গেল)।
- যদি বস্তুর দাম ঋণের চেয়ে **কম** হয়, তবে দাম পরিমাণ ঋণ মাফ হবে, বাকি ঋণ মালিককে দিতে হবে।
- যদি বস্তুর দাম ঋণের চেয়ে **বেশি** হয়, তবে ঋণ পরিমাণ মাফ হবে। আর অতিরিক্ত অংশটুকু 'আমানত' হিসেবে নষ্ট হয়েছে গণ্য হবে (যদি অবহেলা না থাকে)।

---

৮. ইব্রাহিম (নাখয়ি)-কে? তাঁর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। (من هو ابراهيم؟ اذكر حياته المباركة مختصرا)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম ইব্রাহিম ইবনে ইয়াজিদ আল-নাখয়ি। তিনি কুফার বিখ্যাত তাবেয়ি এবং ফকিহ। তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওস্তাদের ওস্তাদ।

ইলমি মর্যাদা:

তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ইলমের ধারক ও বাহক। তিনি তাঁর মামা আলকামা (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁকে 'ফকিহুল ইরাক' বা ইরাকের ফকিহ বলা হতো। তাঁর ফতোয়া ও মাসআলাগুলোই হানাফি মাযহাবের মূল ভিত্তি রচনা করেছে।

ইন্তেকাল:

তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে আত্মগোপন অবস্থায় ৯৬ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৯ বা ৫০ বছর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ও আবেদ।

3- عن ابراهيم انه قال في الرهن يهلك في يدى المرتهن أن كانت قيمته والدين سواء ضاع بالدين وان كانت قيمته اقل من الدين رد عليه الفضل وان كانت قيمته اكثر من الدين فهو أمين في الفضل –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- عرف الرهن مع ذكر حكمه –
2- بم ينعقد الرهن بين –
3- هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الشيء المرهون؟
4- هل يجوز الرهن في السفر والحضر مطلقا ؟ بين-
5- اذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث –
6- كم صاعا من طعام اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود رهنا؟ اذكر مع الاختلاف –
7- هل يجوز استعمال اموال الرهن ؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (আছার):

عن ابراهيم انه قال في الرهن يهلك في يدى المرتهن أن كانت قيمته والدين سواء ضاع بالدين وان كانت قيمته اقل من الدين رد عليه الفضل وان كانت قيمته اكثر من الدين فهو أمين في الفضل.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

এটি প্রখ্যাত তাবেয়ি ও ফকিহ ইব্রাহিম নাখয়ি (রহ.)-এর একটি ফতোয়া বা আছার। এটি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর কিতাবুল আছার এবং ইমাম আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এটি হানাফি মাযহাবের 'বন্ধক বিনষ্ট হওয়া' সংক্রান্ত মাসআলার মূল ভিত্তি।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

বন্ধক বা মর্টগেজ রাখা বস্তুটি যদি ঋণদাতার (মহাজনের) কাছে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়, তবে ঋণের কী হবে? ঋণ কি মাফ হবে, নাকি ঋণগ্রহীতাকে আবার টাকা দিতে হবে? এই জটিল আইনি সমস্যার সমাধানে এই আছারটি একটি স্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করে।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: ইব্রাহিম (নাখয়ি) থেকে বর্ণিত, তিনি ঋণদাতার (মুরতাহিন) হাতে বন্ধককৃত বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন: "যদি বস্তুটির মূল্য এবং ঋণের পরিমাণ সমান হয়, তবে ঋণের বিনিময়ে বস্তুটি নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে (ঋণ মাফ হয়ে যাবে)। আর যদি বস্তুটির মূল্য ঋণের চেয়ে কম হয়, তবে বাকি পাওনাটুকু (ঋণগ্রহীতা) ফেরত দেবে। আর যদি বস্তুটির মূল্য ঋণের চেয়ে বেশি হয়, তবে অতিরিক্ত অংশের ব্যাপারে ঋণদাতা 'আমিন' বা আমানতদার হিসেবে গণ্য হবে (অর্থাৎ অতিরিক্ত অংশের জন্য জরিমানা দিতে হবে না, যদি না সে ইচ্ছাকৃত নষ্ট করে থাকে)।"

ব্যাখ্যা:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী বন্ধক রাখা বস্তুটি ঋণদাতার হাতে 'মাদমুন' (জরিমানাযোগ্য জিম্মাদারি) হিসেবে থাকে।

- **উদাহরণ ১ (সমান):** ১০ হাজার টাকা ঋণ, ১০ হাজার টাকার সোনা বন্ধক। সোনা হারিয়ে গেলে ঋণও শোধ হয়ে গেল।
- **উদাহরণ ২ (কম):** ১০ হাজার টাকা ঋণ, ৮ হাজার টাকার সোনা বন্ধক। সোনা হারালে ৮ হাজার টাকা ঋণ মাফ, বাকি ২ হাজার টাকা মালিককে দিতে হবে।
- **উদাহরণ ৩ (বেশি):** ১০ হাজার টাকা ঋণ, ১৫ হাজার টাকার সোনা বন্ধক। সোনা হারালে ১০ হাজার টাকা ঋণ মাফ। বাকি ৫ হাজার টাকা আমানত ছিল, তা হারালে ঋণদাতাকে সাধারণত জরিমানা দিতে হয় না (শর্তসাপেক্ষে)।

৪. الحاصل (সমাপনী):

বন্ধককৃত বস্তু নষ্ট হলে তা ঋণের বিপরীতে উসুল বা কর্তন হিসেবে গণ্য হয়। এটি ঋণদাতার অবহেলার শাস্তি এবং ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিধান।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'রহন' (الرهن)-এর সংজ্ঞা ও হুকুম লেখ। (عرف الرهن مع ذكر حكمه)

উত্তর:

ক. সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক:** আটকানো বা আবদ্ধ করা।
- **পারিভাষিক:** ঋণের বিপরীতে কোনো সম্পদকে এমনভাবে জামানত হিসেবে আটকে রাখা, যাতে ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে ওই সম্পদ থেকে পাওনা উসুল করা সম্ভব হয়।

খ. হুকুম:

রহন বা বন্ধক রাখা শরিয়তে জায়েজ (বৈধ) এবং লেনদেনের নিরাপত্তার জন্য মুস্তাহাব। আল্লাহ বলেন: "{ফারিনুম মাকবুদা}" (তবে হস্তগত বন্ধক রাখবে)।

---

২. রহন কীভাবে সংঘটিত (মুনআকিদ) হয়? (بم ينعقد الرهن بين)

উত্তর:

সংঘটন (In'iqad):

হানাফি ও জুমহুর মাযহাব মতে, রহন চুক্তি 'ইজাব ও কবুল' (প্রস্তাব ও গ্রহণ)-এর মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে যায়।

- বন্ধকদাতা বলবে: "আমি এটি বন্ধক রাখলাম"।
- বন্ধকগ্রহীতা বলবে: "আমি গ্রহণ করলাম"।

কার্যকারিতা (Luzum):

তবে চুক্তিটি বাধ্যতামূলক বা লাজিম হওয়ার জন্য হানাফি ও মালিকি মতে 'কবজ' (দখল বুঝে নেওয়া) শর্ত। যতক্ষণ ঋণদাতা বস্তুটি হাতে না পাবে, ততক্ষণ চুক্তি পূর্ণ হবে না।

---

৩. ঋণদাতা (মুরতাহিন) কি বন্ধককৃত বস্তু থেকে উপকৃত হতে পারে? (هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الشيء المرهون؟)

উত্তর:

সাধারণ হুকুম:

ঋণদাতা বা মহাজনের জন্য বন্ধককৃত বস্তু ব্যবহার করা (যেমন—জমি চাষ করা, বাড়িতে থাকা, অলংকার পরা) নাজায়েজ ও হারাম। কারণ এটি ঋণের বিনিময়ে নেওয়া সুবিধা, যা 'সুদ'-এর অন্তর্ভুক্ত। রাসুল (সা.) বলেছেন: "যে ঋণ কোনো মুনাফা টানে, তা-ই সুদ।"

ব্যতিক্রম:

যদি বস্তুটি জীবন্ত পশু হয় এবং ঋণদাতা তার খাবার খরচ বহন করে, তবে খরচের বিনিময়ে তার পিঠে চড়া বা দুধ খাওয়া জায়েজ (আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিস মতে)। তবে হানাফি মতে মালিকের অনুমতি ছাড়া এটিও মাকরুহ।

---

৪. সফর এবং মুকিম (বাড়িতে থাকা) উভয় অবস্থায় কি বন্ধক রাখা জায়েজ? (هل يجوز الرهن في السفر والحضر مطلقا ؟ بين)

উত্তর:

হ্যাঁ, সফর (ভ্রমণ) এবং মুকিম (বাড়িতে থাকা)—উভয় অবস্থায় বন্ধক রাখা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

কুরআনের আয়াতে "{যদি তোমরা সফরে থাকো...}" বলা হয়েছে একটি সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষাপট হিসেবে (কারণ সফরে লেখক পাওয়া যায় না), শর্ত হিসেবে নয়।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় অবস্থানকালে (মুকিম অবস্থায়) ইহুদির কাছে বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

---

৫. এই হাদিস (আছার) থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বা ফায়দাগুলো উল্লেখ করো। (اذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث)

উত্তর:

ইব্রাহিম নাখয়ি (রহ.)-এর এই আছার থেকে নিম্নোক্ত ফিকহি নীতিগুলো পাওয়া যায়:

১. দায়ভার (Daman): বন্ধকগ্রহীতার হাতে থাকা বন্ধককৃত বস্তুটি আমানত নয়, বরং এটি জিম্মাদারি বা গ্যারান্টি।

২. ঋণ সমন্বয়: বন্ধককৃত বস্তু নষ্ট হলে তা ঋণের সাথে সমন্বয় (Adjustment) করা হয়।
৩. ন্যায়বিচার: ঋণদাতা যেন অযথা দাবি করতে না পারে এবং ঋণগ্রহীতাও যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান।
৪. আমানতের সীমা: ঋণের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত অংশটুকু 'আমানত' হিসেবে গণ্য হয়।

---

৬. রাসুলুল্লাহ (সা.) ইহুদির কাছ থেকে বন্ধক রেখে কত 'সা' খাবার নিয়েছিলেন? মতভেদসহ লেখ। (كم صاعا من طعام اخذه رسول الله (صلى الله عليه وسلم من اليهود رهنا؟ اذكر مع الاختلاف)

উত্তর:
পরিমাণ:
প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, রাসুলুল্লাহ (সা.) ৩০ সা (ত্রিশ সা) যব ক্রয় করেছিলেন। (আধুনিক মাপে প্রায় ৭৫-৮০ কেজি)।
মতভেদ:
১. বুখারি ও মুসলিম: কোনো কোনো বর্ণনায় পরিমাণ উল্লেখ নেই, শুধু 'ত্বাআম' (খাবার) বলা হয়েছে।
২. মুসনাদে আহমদ ও নাসায়ি: এই গ্রন্থগুলোর বর্ণনায় স্পষ্ট করে '৩০ সা যব'-এর কথা উল্লেখ আছে। মুহাদ্দিসগণ এটিকেই গ্রহণ করেছেন।

---

৭. বন্ধককৃত সম্পদ (টাকা বা মাল) কি ব্যবহার করা জায়েজ? (هل يجوز استعمال اموال الرهن ؟)

উত্তর: **ঋণদাতার জন্য:**
বন্ধক রাখা সম্পদ (যেমন গচ্ছিত টাকা বা সোনা) ঋণদাতা নিজের কাজে খরচ বা বিনিয়োগ করতে পারবে না। এটি তার কাছে আমানত ও জামানত হিসেবে থাকবে। যদি সে খরচ করে ফেলে, তবে সে 'গাসেব' (আত্মসাৎকারী) হবে এবং তাকে জরিমানা দিতে হবে।
মালিকের জন্য:

মালিক (রাহিন) তার বন্ধক রাখা সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে, তবে শর্ত হলো—এতে যেন ঋণদাতার অধিকার নষ্ট না হয় বা বস্তুর দাম কমে না যায়। তবে হানাফি মতে, মালিকও ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত ঋণদাতার হাত থেকে বস্তু নিতে পারবে না।

ফলাফল (ফসল/বাচ্চা):

বন্ধক রাখা জমির ফসল, গাছের ফল বা পশুর বাচ্চা—এগুলো মালিকেরই হক। ঋণদাতা এগুলো ভোগ করতে পারবে না। এগুলো মালিকের আমানত হিসেবে জমা থাকবে বা মালিক নিয়ে যাবে।